Imran Ahmad, MP
Minister
Ministry of Expatriates' Welfare
and Overseas Employment
Government of the People's Republic of Bangladesh

ইমরান আহমদ, এমপি
মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বিশ্বব্যাপী বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে আয়োজিত জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩ এ আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি আবহমানকাল থেকে যেকোন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রান্তিকালে গণমানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে আমাদের চেতনায় ভাস্বর রয়েছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' ২০২৩ আয়োজনের এ শুভক্ষণে আমি দেশে-বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মী ভাই-বোন, অনিবাসী বাংলাদেশি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ, অভিবাসন খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, এ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সুশীল সমাজসহ সকলকে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ও প্রজ্ঞাময় দিক নির্দেশনায় রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এরই অংশ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মক্ষম নারী-পুরুষের বেকারত্ব হ্রাসকরণ, অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গের কল্যাণ সাধনসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এ যাবত প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ অভিবাসী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রায় ২৪ লক্ষ বাংলাদেশি ডায়াসপোর জনগোষ্ঠীও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। অভিবাসী কর্মীগণ অক্টোবর/২০২২ হতে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত ২৮.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স প্রেরণ করেছেন, যা বাংলাদেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অধিকন্তু, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রেমিট্যান্সও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর মাধ্যমে ১৫,২৯৪ জন এবং বিএমইটি'র মাধ্যমে ১১,২৫,৮৩৩ জন কর্মী বৈশ্বিক শ্রমবাজারে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতি উপজেলা হতে গড়ে এক হাজার জন দক্ষ কর্মী বিদেশে প্রেরণ ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণ এর জন্য আর্থিক ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রবাসে মৃত কর্মীদের দেশে আনয়নসহ মৃত কর্মীর পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে। বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের বিমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে 'প্রবাসী কর্মী বিমা স্কীম' চালু করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অভিবাসী কর্মী ও প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক শ্রম বাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের নাগরিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে কারিকুলাম প্রস্তুত করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রম বাজার উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ হতে জনশক্তি প্রেরণ ও কাঙ্খিত পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণ অব্যাহত থাকবে।

আমাদের প্রবাসী কর্মী ভাই-বোনেরা তাঁদের কর্মদক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবেন এবং দেশের কল্যাণে নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন এ প্রত্যাশা আমাদের সবার। জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩ এর আয়োজন সর্বোতভাবে সফল হোক- এই শুভকামনা রইলো। দিবসটিকে সফল করে তোলার জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইমরান আহমদ, এমপি